HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০১ মাঠকর্মের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মাঠকর্মের ধারণা
টপিক ০২: মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
টপিক ০৩: মাঠকর্মের নীতিমালা
টপিক ০৪: মাঠকর্মের গুরুত্ব
টপিক ০৫: ক্যাস মেনেজম্যান্ট
টপিক ০৬: গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট
টপিক ০৭: মাঠকর্ম প্রতিবেদন
টপিক ০৮: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৯: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: মাঠকর্মের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মাঠকর্মের ধারণা

সমাজকর্ম একটি পেশা এবং বিষয় হিসেবে (As a Profession and Discipline) একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান (Applied Social Science)। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (Scientific knowledge) এবং মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতার (Skill in human relations) ভিত্তিতে সমাজকর্মের সামগ্রিক পেশাগত কার্যক্রম পরিচালিত। অন্যান্য পেশাদার শিক্ষার মতো (যেমন চিকিৎসা, আইন, মনোবিজ্ঞান, প্রকৌশল) সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো ব্যবহারিক শিক্ষা। সমাজকর্মের পরিভাষায় যাকে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ (Field Work Practicum) বলা হয়। সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম এবং অনুশীলন (Fiedld Work and Practice) অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ এজেন্সি এবং এজেন্সিতে অনুশীলনের মাধ্যমে ঘটে। শ্রেণিকক্ষের অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান সমাজসেবা এজেন্সিতে অনুশীলন সমাজকর্ম শিক্ষার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য।

মাঠকর্মের ধারণা

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ব্যবহারিক শিক্ষা, যা মাঠকর্ম হিসেবে পরিচিত। সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল হলো মাঠকর্ম। সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম এবং অনুশীলন (Field Practicum and Practice) এ দুটি ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি ধারণা পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, ব্যবহারিক শিক্ষা হলো পেশাগত শিক্ষার এমন একটি দিক, যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা সরাসরি সুবিধাভোগীদের (Clients) সঙ্গে অনুশীলন করা হয়। (Practicum is a part of the professional education of students in which they apply the knowledge and skills acquired primarily through classroom assignments direct practice with clients.)।

মাঠকর্মের ধারণা

সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক শিক্ষা বলতে, কোন সামাজিক এজেন্সি বা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষাগত ও পেশাগত নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে (Academic and Professional Supervision) ক্লাশে অর্জিত সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে (Field work Assignments) সরাসরি অনুশীলনকে বুঝায়।

সামাজিক এজেন্সি, অনুশীলনবিদ অর্থাৎ শিক্ষার্থী এবং তত্ত্বাবধায়ক (Social agency, Practitioner and Supervisors) এ তিনটি উপাদানের (Componants) সমন্বয়ে মাঠকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। সমাজকর্মের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (BSW and MSW) আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক অংশ হলো মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক শিক্ষা। সামাজিক এজেন্সির মাধ্যমে একাডেমিক এবং পেশাগত তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব (Field Work Assignment) পালনের মধ্যদিয়ে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের বিশেষ ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া হলো মাঠকর্ম।

মাঠকর্ম হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম জ্ঞান অনুশীলন দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। শিক্ষাধীন সমাজকর্মী হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও মূল্যবোধ বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ এনে দেয় মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ।

মাঠকর্মের ধারণা

সমাজকর্ম অনুশীলনের ধারণা

Concept of Social Work Practice

সমাজকর্ম অনুশীলন বলতে বাস্তব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান, মূল্যবোধ, নীতি এবং কৌশলগুলোর পেশাগত প্রয়োগকে বুঝায়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজকর্ম অনুশীলন হলো সমাজকর্ম মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের ম্যান্ডেট বা সামাজিক দায়িত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমাজসেবা প্রদানে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ। (Social work practice is the use of social work knowledge and social work skills to implement society's mandate to provide social services in ways that are consistant with social work values.)

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্ম সমিতির (NASW) ব্যাখ্যানুযায়ী, সমাজকর্ম অনুশীলন হলো নিচের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে সমাজকর্ম, মূল্যবোধ, জ্ঞান, নীতি এবং কৌশলের পেশাগত প্রয়োগ।

মানুষকে বস্তুগত সেবা লাভে সাহায্য করা;

ব্যক্তি, পরিবার ও দলের সমস্যা সমাধানে কাউন্সেলিং ও মনোচিকিৎসা প্রদান;

কমিউনিটি বা দলকে সমাজসেবা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন; blond

সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০২ মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

টপিক ০২: মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

This Topic is important for

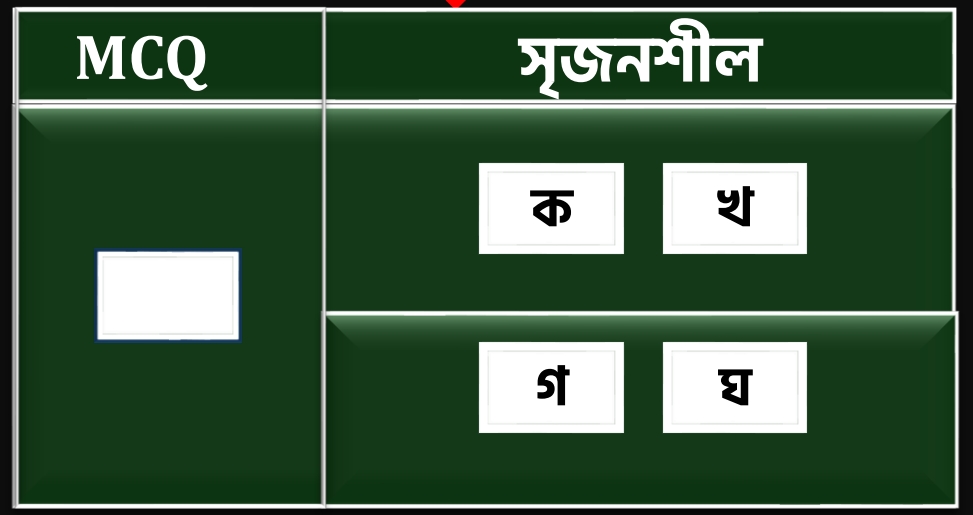

মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নৃগোষ্ঠী বলতে মানবজাতির এমন একটি উপবিভাগকে বোঝায় যারা কিছু অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। নৃগোষ্ঠীর সর্বাধিক স্বীকৃত ইংরেজি পরিভাষা হলো 'Race' (রেস)। বাঙালি, ইংরেজ, জাপানি ইত্যাদি হলো জাতি। অপরদিকে মঙ্গোলয়েড, নিগ্রোয়েড ইত্যাদি হলো নৃগোষ্ঠী। এ কারণেই বলা যায়, জাতি গঠনে যেসব উপাদান দায়ী তার মধ্যে নৃগোষ্ঠী অন্যতম। নৃগোষ্ঠী ও জাতি আলাদা দুটি বিষয়। নৃগোষ্ঠী জাতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

নৃগোষ্ঠী মূলত একই বংশজাত মানবগোষ্ঠী যারা উত্তরাধিকারসূত্রে একই দৈহিক আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। নৃবিজ্ঞানীরা নৃগোষ্ঠীর ধারণাকে এভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ নৃগোষ্ঠী হলো একই বংশজাত মানবগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে দৈহিক আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বেশকিছু মিল পরিলক্ষিত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত নৃগোষ্ঠীর কতিপয় সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো- Introduction to Sociology গ্রন্থে নৃগোষ্ঠী বা Race-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- "A race is a human population that is believed to be distinct in some way from other human based on real or imagined physical differences". অর্থাৎ, একটি নৃগোষ্ঠী হলো একটি মানব জনগোষ্ঠী যারা বিশ্বাস করে যে, তারা অন্যান্য মানবগোষ্ঠী থেকে বাস্তবিক অথবা কল্পিত শারীরিক ভিন্নতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র।

মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মাঠকর্মের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। সমাজকর্মের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে পিএইচডি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে মাঠকর্মের লক্ষ্য হলো ব্যক্তি, পরিবার, দল, সমষ্টি এবং সংগঠনের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সরাসরি সমাজকর্ম অনুশীলনের শিক্ষার্থীদের সুযোগ প্রদান। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব অনুশীলন দক্ষতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করাই মাঠকর্মের প্রধান লক্ষ্য।

সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্মের উদ্দেশ্য হলো সমাজকর্মের জ্ঞান, পদ্ধতি ও কৌশল, সামাজিক এজেন্সির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে অনুশীলন করে শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান। শ্রেণীকক্ষের আনুষ্ঠানিক তাত্ত্বিক জ্ঞানকে, পেশাগত দক্ষতা পরিণত করার হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান মাঠকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পেশাগত সত্তার এবং পেশাগত শৃঙ্খলার অনুভূতি (Sense of professionalism and professional discipline.) জাগ্রত করা মাঠকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে আত্মবিকাশ এবং প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে মাঠকর্ম। তত্ত্বকে বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাই (Link between theory and practice) মাঠকর্মের লক্ষ্য।

মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ব্যক্তিগত, দলীয় অথবা সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলো অনুশীলনের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান মাঠকর্মের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। একাডেমিক তত্ত্বাবধায়ক এবং এজেন্সি তত্ত্বাবধায়ক প্রদত্ত নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে (Assignment) সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলোর অনুশীলনের সুযোগ মাঠকর্মের মাধ্যমে দেয়া হয়। যাতে যথাযথ অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, হস্তক্ষেপ, মূল্যায়ন প্রভৃতি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াগুলো সুশৃঙ্খলভাবে অনুশীলনে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয়।

মাঠকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সাংগঠনিক কাঠামোর (Oerganizational Structure) অধীনে বিশেষ করে কমিটির মাধ্যমে কীভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করা যায়, সে বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। সাংগঠনিক কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি এবং টাস্ক গ্রুপ গঠন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ দান মাঠকর্মের উদ্দেশ্য। সাংগঠনিক সম্পর্কের কর্মবেষ্টনীতে (Net work of organizational relationships) কীভাবে দায়িত্ব পালন করা হয়, সে বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান লাভে সহায়তা করে মাঠকর্ম।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিচিত্র ধরনের দলীয় পরিবেশে সমাজকর্মী বা পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে পেশাগত ভূমিকা পালনে বাস্তবভিত্তিক পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।

মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মাঠকর্মে শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানে সাংগঠনিক কর্মকাঠামো (Organizational framework of service) বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শিক্ষার্থীকে সমাজসেবা এজেন্সির কাঠামো ও নীতিমালা বুঝতে এবং কীভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে এজেন্সি নীতির প্রতিফলন ঘটে তা উপলব্ধির শিক্ষা প্রদান মাঠকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মাঠকর্মের উদ্দেশ্য হলো সমাজকর্ম শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক বিধিমালা এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত করা। এজেন্সির প্রশাসনিক কার্যক্রম কীভাবে সম্পাদিত হয়, সে বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে মাঠকর্ম। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কীভাবে গ্রহণ, অর্পণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়, সে বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ দান মাঠকর্মের অন্যতম লক্ষ্য।

কমিউনিটির গঠন কাঠামো এবং কমিউনিটি সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান। মাঠকর্মে প্রশিক্ষণাধীন শিক্ষার্থীদের কমিউনিটির আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দল, সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সি, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ, কমিউনিটির ক্ষমতা কাঠামো প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে সাহায্য করা হয়। কমিউনিটির সমস্যার পেছনে কী ধরনের শক্তি ও কারণ প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষয়ে বাস্তব বিশ্লেষণে সাহায্য করে মাঠকর্ম।

মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মাঠকর্মের উদ্দেশ্য হলো সমাজকর্ম শিক্ষার্থীদের রেকর্ডিং এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া, সারসংক্ষেপ, মাসিক রিপোর্ট, প্রশাসনিক যোগাযোগ (Administrative correspondence) প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তব দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা। রেকর্ডকৃত তথ্যাদি এজেন্সি পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধানে কীভাবে প্রয়োগ করা হয় সে বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া মাঠকর্মের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

মাঠকর্মের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলোর বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান। গবেষণা, জরিপ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহে পরিসংখ্যানের ব্যবহার, প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুতকরণ, সেমিনার, সম্মেলন, ওয়ার্কসপ, বাজেট প্রণয়ন প্রভৃতি প্রশাসনিক বিষয়ে বাস্তব শিক্ষণের সুযোগ প্রদান মাঠকর্মের লক্ষ্য। পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মের উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালব্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ প্রদানের মাধমে পেশাগত দক্ষতা, যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদানই মাঠকর্মের মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে রেক্স এ স্কিডমোর এবং এমজি থ্যাকারে বলেছেন, “মাঠকর্মের উদ্দেশ্য হলো পেশাগত চিন্তাশীল, আত্মমূল্যায়নশীল, জ্ঞানীয় এবং বিকাশমান সমাজকর্মী তৈরি।” (The objective of the practicum is to produce a professionally reflective, self-evaluating, knowledgeable and developing social worker.)'

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০৩ মাঠকর্মের নীতিমালা

টপিক ০৩: মাঠকর্মের নীতিমালা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মাঠকর্মের নীতিমালা

নীতি হলো কতগুলো পূর্ব ধারণা বা নির্দেশনা, যেগুলো সুশৃঙ্খল উপায়ে কোন কর্ম সম্পাদনে অনুসরণ করা হয়। মাঠকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পূর্ব নির্ধারিত কতিপয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। এসব নীতিমালা সামগ্রিক মাঠকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় পথ নির্দেশ করে। মাঠকর্মে অনুসরণীয় সর্বজনীন নীতিমালা নেই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, মাঠকর্ম সংশ্লিষ্ট এজেন্সির প্রকৃতি ও কর্মপরিধি, শিক্ষার পর্যায় ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাঠকর্ম নীতিমালা প্রণীত হয়। মাঠকর্ম সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা ও তথ্যাদির আলোকে মাঠকর্মের কতগুলো নীতিমালা এখানে আলোচনা করা হলো। উল্লেখ্য এসব নীতিমালা চূড়ান্ত নয়। সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যান্য নীতিমালার মতো মাঠকর্মের নীতিমালাও পরিবর্তনশীল।

মাঠকর্মের নীতিমালা

পর্যায়ক্রমিক মাঠকর্মে নিয়োগ নীতি (Concurrent field placement) : সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্মে নিয়োগের বিশেষ ধরন (Format) হলো পর্যায়ক্রমে ক্লাশের পাঠদান এবং মাঠকর্মে প্রেরণ। এতে শিক্ষার্থীরা ক্লাশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিকল্প প্রতি সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে সামাজিক এজেন্সিতে বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়। পর্যায়ক্রমিক মাঠকর্মের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ক্লাশে আলোচনা ও প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পায়। অন্যদিকে একই সঙ্গে মাঠকর্মে নিয়োজিত সামাজিক এজেন্সিতে, ক্লাশে অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান অনুশীলনের সুযোগ পায়। (In concurrent field placement the students alternates classroom experiences with work in a social agency on different days of each week.) ক্লাশের পাঠদান এবং মাঠকর্মের অনুশীলন উভয় পর্যায়ক্রমে একত্রে বাস্তবায়িত হয়। মাঠকর্মের ঐতিহ্যগত নীতি হলো পর্যায়ক্রমিক মাঠকর্ম নিয়োগ (Concurrent field placement)। ক্লাশের পাঠদান এবং মাঠকর্মের অনুশীলন পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।

মাঠকর্মের নীতিমালা

ব্লক মাঠকর্ম নিয়োগ নীতি (Block field placement) : এতে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময় ক্লাশের তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর, সামাজিক এজেন্সিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরণ করা হয়। ক্লাশের পাঠদান শেষে কয়েক মাসের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একাডেমিক এবং পেশাগত তত্ত্বাবধায়কের (Academic and Professional Supervisors) অধীনে সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্ম শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। ক্লাশের পাঠদান শেষ করে মাঠকর্মে পাঠানো হয়। বাংলাদেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রমে মাঠকর্মে Block Field Placement নীতি অনুসরণ করা হয়। সাধারণত অনার্স ও মাস্টার্স শেষ বর্ষে ষাট পূর্ণ কর্মদিবস মাঠকর্মের জন্য পাঠানো হয়।

সমাজকর্ম শিক্ষা কর্মসূচির ভিত্তিতে মাঠকর্মে প্রেরণ (Placement based upon the educational program): প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের বিষয়, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য এবং অধ্যয়নের প্রয়োজন বা চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাঠকর্মে প্রেরণ এ নীতির মূল কথা। যেমন একজন ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীকে মাঠকর্মে অবশ্যই ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম সংশ্লিষ্ট এজেন্সিতে পাঠাতে হবে। আবার মেডিকেল সোশ্যাল ওয়ার্কের শিক্ষার্থীকে অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। এটি মাঠকর্মের গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

মাঠকর্মের নীতিমালা

learning opportunities) : মাঠকর্ম অবশ্যই সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অধীনে শিক্ষার সুযোগ প্রদান নীতি (Principles of Structured হতে হয়। এ নীতির অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে অর্জিত জ্ঞান ও বাস্তব অনুশীলনের মধ্যে সমন্বয় এবং মাঠকর্ম এজেন্সির বাইরেও জ্ঞানের প্রসার সাধনে সক্ষম হয়। এজেন্সির সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান, তত্ত্বাবধায়কের অধীনে আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের সুযোগ এনে দেয়। অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে মাঠকর্ম অনুষ্ঠিত হলে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

মাঠকর্ম প্রশিক্ষককে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা (Support for field practicum instructors by pertinent information): মাঠকর্মের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি প্রদানের মাধ্যমে মাঠকর্ম প্রশিক্ষকদের সহায়তা প্রদান সব ধরনের মাঠকর্মের অভিন্ন সাধারণ নীতি। এজেন্সি, শিক্ষা পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, মানব আচরণের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক, সামাজিক নীতি, গবেষণা, মাঠকর্ম শিক্ষণের বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রদান আবশ্যক। মাঠকর্মের লক্ষ্য এবং মাঠকর্ম মূল্যায়নের মানদণ্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্যাদি প্রদান করে মাঠকর্ম প্রশিক্ষকদের সহায়তা ব্যতীত অর্থবহ মাঠকর্ম আশা করা যায় না।

মাঠকর্মের নীতিমালা

পেশাগত তত্ত্বাবধান নীতি (Principles of Professional Supervision): মাঠকর্ম অবশ্যই পেশাগত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে পরিচালিত হতে হয়। একাডেমিক এবং এজেন্সি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে মাঠকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ কার্যকর ও অর্থবহ করে তোলার নীতিগত উপাদান হলো পেশাগত তত্ত্বাবধান। শিক্ষণ প্রক্রিয়া হিসেবে তত্ত্বাবধানের (Superviosn as a learning process) অনুশীলন মাঠকর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক এসাইনম্যান্ট প্রদান নীতি (Principles of Assignments of Individual basis): মাঠকর্মের অপরিহার্য উপাদান হলো এসাইনম্যান্ট বা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান। যে এজেন্সিতে শিক্ষার্থীদের মাঠকর্মের জন্য প্রেরণ করা হয়, সে এজেন্সির সুপারভাইজার এবং একাডেমিক সুপারভাইজার যৌথভাবে এসাইনম্যান্টের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন। মাঠকর্মের এসাইনম্যান্ট ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করা হয়। এমনকি দলীয়ভাবে অভিন্ন এসাইনম্যান্ট (Group basis assignment) দেয়া হলেও, সেখানে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তিগত দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিতে হয়। মাঠকর্মে প্রথম থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তত্ত্ববধায়কগণ মাঠকর্মের শুরুতেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে করণীয় দায়িত্ব (Assignment) সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পরিভাষায় বুঝিয়ে দিবেন। এসাইনম্যান্ট হলো শিক্ষার্থীদের মাঠকর্মের ভূমিকা (Performance) মূল্যায়নের মানদণ্ড।

মাঠকর্মের নীতিমালা

মাঠকর্মের পরিচিতি প্রদান নীতি (Principles of Orientation to field work) :

বিভিন্ন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের পূর্বে শিক্ষার্থীদের মাঠকর্ম সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিচিতিমূলক ক্লাশের ব্যবস্থা করা মাঠকর্মের অন্যতম নীতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্ম পরিচিতিমূলক ক্লাশে বিভিন্ন সমাজসেবা এজেন্সি এবং সেগুলোতে মাঠকর্ম সম্পাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি তুলে ধরা হয়।

মাঠকর্ম পরিচিতিমূলক তাত্ত্বিক ক্লাশের প্রধান বিষয়গুলো হলো-

মাঠকর্মের উদ্দেশ্য, অর্থ ও পরিধি;

মাঠকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক এজেন্সি ও সমাজসেবা এজেন্সির কার্যক্রম;

মাঠকর্মের সময় বিভিন্ন এজেন্সিতে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত ভূমিকা;

মাঠকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ডিং এবং রিপোর্টিং এর ধারণা ও কৌশল এবং;

তত্ত্বাবধান কীভাবে করা হয় এবং মাঠকর্ম মূল্যায়ন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান।

মাঠকর্ম পরিচিতির তাত্ত্বিক ক্লাশের সময় নির্দিষ্ট এজেন্সিতে বাস্তব পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে শিক্ষার্থীরা এজেন্সির অবস্থান এবং সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে। মাঠকর্ম পরিচিতি ক্লাশে বিভিন্ন সমাজসেবা এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ক্লাশের ব্যবস্থা করা যায়। পরিচিতিমূলক ক্লাশ সম্পন্নের পর শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট এজেন্সিতে মাঠকর্মের জন্য নির্বাচন ও প্রেরণ করা হয়।

মাঠকর্মের নীতিমালা

মাঠকর্মের সূচনাতেই প্রত্যেক এজেন্সিতে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যেসব বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়, সেগুলো হলো-

এজেন্সির ইতিহাস ও পটভূমি;
এজেন্সির নীতি, কর্মসূচি, সেবা;
প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রক্রিয়া;
এজেন্সির আর্থিক বস্তুগত ও মানব সম্পদ;
মাঠকর্ম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত ভূমিকা;
তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া;
এজেন্সির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচিতি।

মাঠকর্ম সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সবসময় নমনীয়। সুতরাং উপরোক্ত নীতিমালার বাইরের অনেক নির্দেশনামূলক নীতি অনুসরণ করতে হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০৪ মাঠকর্মের গুরুত্ব

টপিক ০৪: মাঠকর্মের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মাঠকর্মের গুরুত্ব

পূর্ণাঙ্গ পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষা পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলে মাঠকর্ম। মাঠকর্ম শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সরাসরি সেবামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সমাজকর্ম জ্ঞান অনুশীলনে সম্পৃক্ত করে। (The field practicum is an integral part of the curriculum in social work education. It engages the student is supervised direct activities.)

সমাজকর্ম শিক্ষায় স্নাতক ও মাস্টার্স পর্যায়ের পাঠক্রমের পাঁচটি পেশাগত মৌলিক ক্ষেত্রের (Professional foundation areas) অন্যতম হলো মাঠকর্ম। পাঁচটি ক্ষেত্র হলো মানব আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ; সমাজকল্যাণ; সামাজিক নীতি ও সমাজসেবা; সমাজকর্ম অনুশীলন; গবেষণা ও মাঠকর্ম (Five professional foundation areas are human behaviour and social environment; Social Welfare; Policy and services; Social Work Practice; Research and Field Practicum)।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকর্মীরা এই পাঁচটি ক্ষেত্রের তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে। আর অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ এনে দেয় মাঠকর্ম। পেশাগত সমাজকর্মী তৈরির বিশেষ ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া হলো মাঠকর্ম।

মাঠকর্মের গুরুত্ব

সমাজকর্ম হলো মূল্যবোধ নির্দেশিত বহুখাতভিত্তিক পেশা (Value guided profession of many faces)। পেশাদার সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তব সমস্যা সমাধানে জুনশীলনের দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া হলো মাঠকর্ম। এতে সরাসরি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে বাস্তব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান অনুশীলনে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা হয়। সুতরাং বলা যায় মাঠকর্ম হলো তাত্ত্বিক সামজকর্মীকে, পেশাগত সমাজকর্মীতে পরিণত করার ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া।

রেক্স এ স্কিডমোর এর মতে, পেশাদার সমাজকর্ম হলো একটি কলা। সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য মানুষকে বুঝা এবং মানুষকে সাহায্য করার জন্য উচ্চতর দক্ষতার প্রয়োজন। (Social work is an art, requires great skills to understand people and to help them to help themselves.) মাঠকর্ম বিভিন্ন এজেন্সি ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে সামাজকর্ম প্রদ্ধতি ও কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে বিচিত্র ধরনের মানুষ, তাদের সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে।

মাঠকর্ম শিক্ষার্থীদের একাডেমিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধায়নের অধীনে ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সংগঠনের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলনে সুযোগ এনে দেয়। এতে শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা পরিমার্জিত ও পরিশোধিত (Refine), সমাজকর্ম মূল্যবোধ অর্জন ও সুদৃঢ়করণ এবং একাডেমিক জ্ঞান ও মাঠকর্মের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতার মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

মাঠকর্মের গুরুত্ব

মাঠকর্ম এজেন্সি তত্ত্বাবধায়ক এবং একাডেমিক তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট কর্ম (Assignemnt) সম্পাদনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা তত্ত্ব এবং তত্ত্বের অনশীলনের মধ্যে সংযোগ (Link between theory and practice) প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। নির্দিষ্ট তত্ত্ব কীভাবে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা যায়, মাঠকর্ম সে বিষয়ে বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ এনে দেয়।

সমাজকর্ম অনুশীলনের কতগুলো সাধারণ নীতি রয়েছে। যেমন গ্রহণ নীতি, মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, গোপনীয়তা, বিচার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। মাঠকর্মের মাধ্যমে বাস্তবে এসব নীতিমালা কীভাবে অনুসরণ করা যায়, সে সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমাজকর্মীরা সক্ষম হয়।

মাঠকর্ম সমাজকর্মীদের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করে। প্রশাসনিক যোগাযোগ, প্রশাসনিক কার্যপ্রণালী, তত্ত্বাবধান, প্রশাসনিক সম্মেলন, সেমিনার, ওয়ার্কসপ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, রিপোর্টিং, রেকর্ডিং ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের বিষয়ে মাঠকর্ম বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মাঠকর্মের গুরুত্ব

সমাজকর্মীদের সমষ্টি (Community) সম্পর্কে বাস্তব দক্ষতা অর্জনে মাঠকর্ম সাহায্য করে। সমষ্টির গঠন কাঠামো, ক্ষমতা কাঠামো, সমষ্টি সম্পদ ব্যবস্থা, সমষ্টিতে অবস্থিত আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক দল, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে মাঠকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিশেষে বলা যায়, পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনশীলনের মাধ্যম হলো সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি। এসব পদ্ধতিগুলো বাস্তব অনুশীলনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনে মাঠকর্মের বিকল্প নেই। রেক্স এ স্কিডমোর এবং অন্যান্যরা যথার্থই বলেছেন, "Field work is an integral and significant part of the student's total professional education. The objective of the practicum is to produce an professionally reflective, self-evaluating, knowledgeable and developing social worker." কাউন্সিল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন কারিকুলাম স্টেটমেন্ট এ মাস্টার্স পর্যায়ে মাঠকর্মের সময় নয়শত ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে স্নাতক ও মাস্টার্স পর্যায়ে দৈনিক আট ঘন্টা করে মোট ষাট কর্মদিবস অর্থাৎ ৪৮০ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০৫ ক্যাস মেনেজম্যান্ট

টপিক ০৫: ক্যাস মেনেজম্যান্ট

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

কেস ম্যানেজমেন্ট একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। ১৯৭০ সাল থেকে মানবসেবা প্রদানে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধী সেবা, এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের সেবা, দীর্ঘমেয়াদী প্রবীণ সেবা, অভিবাসী সেবা, শিশুকল্যাণ ক্ষেত্রে কেস ম্যানেজমেন্ট সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ হয়ে আসছে। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে সমষ্টিভিত্তিক (Community based) সামগ্রিক সেবা প্রদানের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় নীতিতে কেস ম্যানেজমেন্টের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। গৃহহীন জনগোষ্ঠী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠী যাদের দীর্ঘমেয়াদী সেবার প্রয়োজন তাদের সামগ্রিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেস ম্যানেজমেন্টের বিকাশ।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

কেস ম্যানেজমেন্ট ধারণা

Concept of Case Management

কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে সামাজিক এজেন্সি হতে দীর্ঘমেয়াদী সেবাগ্রহণকারীর (Client) সেবা প্রদান পরিকল্পনা ও মনিটরিং প্রক্রিয়াকে বুঝায়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, কেস ম্যানেজমেন্ট হলো, এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে সেবাগ্রহীতার (Clients) পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক এজেন্সির বা স্বাস্থ্যসেবা সংস্থার কর্মচারি কর্মকর্তাদের গৃহীত সেবা পরিকল্পনা, চাহিদা বা প্রয়োজন অনুসন্ধান, যুক্তি উপস্থাপন এবং পরিবীক্ষণ বা মনিটর করা হয়। (Case management is a process to plan, seek, advocate for and monitor services from different social services or health care organization and staff on behalf a client.)

কেস ম্যানেজমেন্ট হলো বিভিন্ন সামাজিক এজেন্সি প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া। সাধারণত সামাজিক এজেন্সি সেবাগ্রহীতার (Client) দায়িত্ব গ্রহণের পর একজন কেস ম্যানেজারকে সে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ প্রদান করে। কেস ম্যানেজার সেবাগ্রহীতার প্রয়োজন নির্ণয়, সেবা পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটর, সমন্বয়, এডভোকেসী সেবা প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও সেবাগ্রহীতার জন্য সেবা ক্রয় করেন। কেস ম্যানেজমেন্ট টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে সমাজকর্মীদের নিজ এজেন্সি এবং অন্যান্য এজেন্সি প্রদত্ত সেবা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সুযোগ এনে দেয়।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

কেস ম্যানেজমেন্ট সাধারণভাবে যেসব কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলো হলো কেস অনুসন্ধান (Case finding), সামগ্রিক ও বহুমুখী সমস্যা নির্ণয় (Comprehensive multidimensional assessment) এবং ধারাবাহিক পুনঃসমস্যা নির্ণয় (Frequent reassessment)। কেস ম্যানেজমেন্ট এককভাবে কোন বৃহৎ সংগঠনে অথবা বিভিন্ন এজেন্সির সেবাসমূহের মধ্যে সমন্বিত সেবা প্রদানে নিয়োজিত।

কমিউনিটি কর্মসূচির মধ্যে ও কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে পারে।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

একজন কেস ম্যানেজারের সাধারণ ভূমিকা হলো-
সেবাগ্রহীতা চিহ্নিত এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ (Identifying and engaging clients);
সেবাগ্রহীতাদের চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণয় (Assessing their needs);
যথাযথ সেবা চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত সেবা ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন (Locating appropiate services and planning for their use);
প্রাপ্ত সম্পদের সঙ্গে সেবাগ্রহীতার সংযোগ স্থাপন (Linking clients to resources);
এবং প্রত্যাশিত সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার ফলাফল মনিটরিং করা (Monitoring Services) ।
এ ছাড়া কেস ম্যানেজার সেবাগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত সেবা প্রদান পরিকল্পনা (Individual service plan) উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া

Case Management Process

সাধারণ অর্থে প্রক্রিয়া হলো কোন কর্ম সম্পাদনের ধারাবাহিক কতগুলো কার্যক্রম (A series of action)। কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া বলতে কেস ম্যানেজার কর্তৃক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে গৃহীত ধারাবাহিক কার্যক্রমকে বুঝায় (A Series of actions taken by the case manager to serve a given client) |

কেস ম্যানেজমেন্টের কতগুলো প্রক্রিয়া রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে এসব প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে হয়। কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তথ্য অনুসন্ধান (Screening), সেবা নির্ণয় (Assessing), সমস্যা বা ঝুঁকিসমূহ শ্রেণিবন্ধকরণ (Stratifying risk), সেবা পরিকল্পনা (Planning), বাস্তবায়ন (Implementing), অনুসরণ (FollowingOup), সমাপ্তিকরণ (Transitioning), সমাপ্তি পরবর্তী যোগাযোগ (Post-transitioning Communication) এবং ফলাফল মূল্যায়ন (Evaluating outcomes) ।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

বেল্লিউ এবং মিন্‌ক (Ballew and Mink) তাঁদের Case Management in Social Work গ্রন্থে (১৯৯৬) কেস ম্যানেজমেন্ট এর প্রধান পাঁচটি প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছেন।

১. সেবাগ্রহীতার চাহিদা নির্ণয় (Assessment);
২. পরিকল্পনা (Planning);
৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (Implementation);
৪. পরিবীক্ষণ এবং ধারাবাহিক পর্যালোচনা (Monitoring and ongoing review);
৫. কেস সমাপ্তকরণ (Case closure) ।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

কেস ম্যানেজমেন্টের উপরোক্ত পাঁচটি প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. সেবাগ্রহীতার প্রয়োজন ও চাহিদা নির্ণয় (Needs Assessment): সেবাগ্রহীতার চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণয়ের মাধ্যমে কেস ম্যানেজার তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হন। এসেসমেন্টের মধ্য দিযে কেস ম্যানেজার এবং সেবাগ্রহীতার (Client) মধ্যে আস্থার সম্পর্ক (A trusting relationship) গড়ে উঠে। এ পর্যায়ে কেস ম্যানেজারের প্রধান কাজ হচ্ছে-

সেবাগ্রহীতার সঙ্গে পেশাগত ও আস্থার সম্পর্ক (Rapport and trust) গড়ে তোলা;

পরস্পরের ভূমিকা ও দায়িত্ব যাচাই করা;

পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

কেস ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সেবাগ্রহীতার সঙ্গে পেশাগত ও আস্থার সম্পর্কের উন্নয়ন। আর সেবাগ্রহীতার চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণয়ের (Assessment) মাধ্যমে পেশাগত ও আস্থার সম্পর্ক (Rappot) গড়ে উঠে। এসেসম্যান্ট এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া হিসেবে এসেসমেন্ট বলতে সামগ্রিক এসেসমেন্ট (Holistic assessment)। অর্থাৎ সেবাগ্রহীতার সামগ্রিক তথ্যের আলোকে এসেসমেন্ট করাকে বুঝানো হয়। যাতে কার্যকর সেবা পরিকল্পনা (Action plan) প্রণয়ন করা যায়। সেবাগ্রহীতার বয়স, লিঙ্গ পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য, মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি সামগ্রিক দিক সম্পর্ক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

২.পরিকল্পনা (Planning): কেস ম্যানেজমেন্টের চাহিদা নির্ণয় (Needs assessment) পর্যায়ের পরবর্তী প্রক্রিয়া হলো পরিকল্পনা (Planning) প্রণয়ন। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার চারটি পর্যায় হলো-

পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal formulation)

নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো গুরুত্বানুযায়ী অগ্রাধিকার প্রদান (Setting priorities among the goals);

পরিকল্পনার লক্ষ্যার্জনের পদ্ধতি অর্থাৎ কৌশল চিহ্নিতকরণ (Methods are chosen for achieving the goals);

পরিকল্পনার লক্ষ্যার্জনের অগ্রগতি মূল্যায়নের সময় ও প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ (Identification of times and procedures for evaluation of progress) ।

কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় সেবা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট (Specific); পরিমাপযোগ্য (Measurable); অর্জনযোগ্য (Achieveble); বাস্তবসম্মত (Realistic) এবং সময় নির্ধারিত (Time bound) হতে হয়।

৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (Implementation): এ পর্যায়ে গৃহীত সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সেবাগ্রহীতা (Client) এবং কেস ম্যানেজার প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কেস ম্যানেজার সেবাগ্রহীতাকে সম্পদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করেন। সেবাগ্রহীতাকে অধিক স্বনির্ভরশীল (Self-reliant) হতে কেস ম্যানেজার সহায়তা করেন। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কেস ম্যানেজার সেবাগ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা, পরামর্শ, এডভোকেসী, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি সেবা প্রদান করেন। যাতে করে সেবাগ্রহীতা পরিকল্পনার লক্ষ্যার্জনে সক্ষম হয়।

৪. পরিবীক্ষণ এবং ধারাবাহিক পর্যালোচনা (Monitoring and ongoing review) : কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত পরিকল্পনার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ (Monitor) করা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের চলমান অগ্রগতি পরিবীক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক সেবা ও কর্মসূচি পর্যালোচনা করা হয়। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কেস ম্যানেজার বাস্তবায়িত পরিকল্পনার চলমান মূল্যায়ন করেন। নিয়মিত পর্যালোচনার (Regularly reviewed) মাধ্যমে বাস্তবায়িত পরিকল্পনার সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করা হয়। পরিবীক্ষন হলো সেবার মান উন্নয়নের অন্যতম কৌশল। নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত এবং সেগুলো দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেবাগ্রহীতার প্রয়োজন ও চাহিদার অগ্রগতি পর্যালোচনায় (Reveiwing a client's progress) কেস ম্যানেজার যে সব বিষয়গুলো বিবেচনা করেন সেগুলো হলো সমস্যার পরিবর্তন, কি ধরনের সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেবা পরিকল্পনা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, কেস সমাপ্তকরণ যায় কিনা প্রভৃতি। পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত চলে।

ক্যাস মেনেজম্যান্ট

৫ . কেস সমাপ্তকরণ (Case closure): কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায় হলো কেস সমাপ্তকরণ (Case closure)। কেস ম্যানেজারকে সুনির্দিষ্টভাবে কেস সমাপ্তিকরণের বা কেস বন্ধকরণের লক্ষণ বা কারণ উল্লেখ করতে হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন, সেবাগ্রহীতা নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের সামর্থ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে কেস সমাপ্তিকরণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লক্ষ্যার্জনের মধ্য দিয়ে কেস ম্যানেজার এবং সেবাগ্রহীতার মধ্যেকার পেশাগত সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেবা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হলে কেস সমাপ্ত করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০৬ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

টপিক ০৬: গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের (Management Science) উদ্ভাবিত তত্ত্বগুলোর মধ্যে কগ লেডার (Cog Ladder) এর গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব অন্যতম। কীভাবে দলের বিকাশ (Group development) ঘটে তা গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বে তুলে ধরা হয়েছে। দলীয় কর্মের গতিশীলতা বুঝতে এবং দলীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে দলীয় ব্যবস্থাপকদের (Group manger) সহায়তা করার লক্ষ্যে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট অনুশীলন করা হয়। দলীয় উন্নয়ন (Group development) উপলব্ধিতে সাহায্য করে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী (Naval Academy) এবং বিমান বাহিনী একাডেমীতে (Air Force Academy) গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বটি প্রয়োগ করা হয়।

দলীয় সংহতি, সহযোগিতা, আনুগত্য এবং দলীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট এর বিকাশ। দলীয় উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যাবস্থাপকদের সহায়তা করে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট ধারণা

Concept of Group Management

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট হলো প্রত্যাশিত দলীয় লক্ষ্যার্জনে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে দলীয় সম্পদের ব্যবহার এবং দলীয় কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও তত্ত্বের প্রয়োগ। দলীয় কর্মের গতিশীলতা উপলব্ধি এবং দলের দক্ষতা উন্নয়নে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও তত্ত্বের (Knowledge and theory of management) প্রয়োগকে কেন্দ্র করে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব উদ্ভাবন করা হয়। দলীয় সহযোগিতা, আনুগত্য এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যাখ্যা গ্রুপ ম্যানেজমেন্টে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র দলগুলো (Small groups) কীভাবে অধিক দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে লক্ষ্যার্জনে কাজ করতে পারে, গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বানুযায়ী দল গঠনের পর্যায়

কগ লেডার (Cog Ladder) এর গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বানুযায়ী একটি ছোট দলের সদস্যদের দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার জন্য পাঁচটি পর্যায়ের মাধ্যমে দল পরিপূর্ণতা লাভ করে। দলীয় বিকাশের এক পর্যায়ের, কর্ম সম্পাদনের পর, দল পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হয়। এক পর্যায়ের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন না করে, পরবর্তী পর্যায়ে দল উপনীত হলে দলীয় কার্যকারিতা ও দক্ষতা ব্যাহত হয়। একটি দল কীভাবে পর্যায়ক্রমিক দলীয় বন্ধনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে সে ব্যাখ্যা আলোচ্য গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি দল গঠন করা হলে, তা পাঁচটি পর্যায়ের বা ধাপের মাধ্যমে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। দলকে অবশ্যই বর্তমান পর্যায়ের কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হতে হয়। কগ লেডারের গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বানুযায়ী দল গঠনের পাঁচটি পর্যায় বা ধাপ (Five steps) হলো-

১. পরিমার্জিত পর্যায় (Polite stage);
২. 'কেন আমরা এখানে' পর্যায় (Why we're here stage);
৩. ক্ষমতার পর্যায় (Power stage);
৪. সহযোগিতার পর্যায় (Cooperation stage);
৫. আনুগত্যের পর্যায় (Esprit stage)।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

"একটি ছোট দলের সদস্যদের দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার জন্য উপরোক্ত পাঁচটি পর্যায়ের মাধ্যমে দল গঠন জরুরী" -এটি হচ্ছে গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের মূল ধারণা। সংক্ষেপে দল গঠনের উপরোক্ত পাঁচটি পর্যায় আলোচনা করা হলো।

১ . পরিমার্জিত পর্যায় (Polite Stage) : এটি হলো দল গঠনের পরিচিতি পর্যায় (Introductiory phase), যেখানে সদস্যদের পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় বা পুনঃপরিচয় (Aquainted and reaquainted) ঘটে। দল গঠনের এই পর্যায়ে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মার্জিত ও পরিশীলিত হয়। এ পর্যায়ে সাধারণত পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল আচরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনা হয়। সহজ ও যৌক্তিক আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিতর্কিত কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সদস্যরা নিজেদেরকে প্রকাশ অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের প্রবনতা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকেন। তবে সদস্যদের পরস্পরিক বিচার বিবেচনা (Judgment about each other) এ পর্যায়ে সংগঠিত হয়। দল গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে দলের ভবিষ্যত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

২. 'কেন আমরা এখানে' পর্যায় (Why We're Here Stage): দলীয় বিকাশের এ পর্যায়ে দলীয় সদস্যরা একত্রিত হবার কারণ গভীরভাবে অনুসন্ধান করে। এ পর্যায়ে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক (Specific agenda) আলোচনা করা হয়। সদস্যরা দলের উদ্দেশ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ (Set group goals) করেন। দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal and purpose of the group) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়। এ পর্যায়ে দল অভিন্ন স্বার্থে আবদ্ধ ক্ষুদ্রদলের রূপ ধারণ করে।

৩. ক্ষমতা পর্যায় (Power Stage): দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত অভিন্ন স্বার্থে আবদ্ধ ক্ষুদ্র দলের সদস্যদের মধ্যে এ পর্যায়ে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। সদস্যরা পরস্পর পরস্পরকে নিজের মর্যাদার (Position) পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়। তবে দলীয় নেতৃত্ব বা ক্ষমতা লাভের প্রার্থীর সংখ্যা সীমিত থাকে। স্বল্পসংখ্যক সদস্যের মধ্যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই অব্যাহত থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব সদস্য দলীয় আলোচনায় স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করেছেন, এ পর্যায়ে তারা চুপ এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে কেন্দ্র করে মিথস্ক্রিয়ার সর্বোত্তম সমাধান সম্ভব হয় না। এজন্য এ পর্যায়ে দলীয় কাঠামো এবং সদস্যদের ধৈর্য্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। ধৈর্য্য এবং পরমতসহিষ্ণুতা এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

৪. সহযোগিতার পর্যায় (Cooperation Stage) : ক্ষমতা পর্যায়ের সফল ব্যবস্থাপনার মধ্যদিয়ে সহযোগিতার পর্যায়ে দল উপনীত হয়। সহযোগিতার পর্যায়ে সদস্যরা অন্যের মতামত প্রকাশের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং মতামত গ্রহণের মনোভাব প্রদর্শন করে। এ পর্যায়ে নিজের মতামতের চেয়ে অন্যের মতামত মূল্যায়নের মনোভাব প্রকাশ পায়। ব্যক্তিগত ও আত্মস্বার্থের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মনোভাব সদস্যদের মধ্যে গড়ে উঠে। সহযোগিতার পর্যায়ে দলীয় সৃজনশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা পরিলক্ষিত হয়। সদস্যরা তাদের লক্ষ্যার্জনে পরস্পরকে সহযোগিতা করে এবং দলীয় লক্ষ্যার্জনে সদস্যরা সফল হয়।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

৫. আনুগত্যের পর্যায় (Esprit Stage): গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের সবশেষ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে দলীয় আনুগত্য বা ত্যাগের মনোভাব গড়ে উঠে, যা তাদের অভিন্ন লক্ষ্যার্জনে একতাবদ্ধ করে। উচ্চ পর্যায়ের দৃঢ়তা এবং আনুগত্যের সাধারণ অনুভূতির সঙ্গে সদস্যরা পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করে। গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বানুযায়ী এ পর্যায়ে দল অধিক উৎপাদশীল হয়। উল্লেখ্য দলীয় সদস্যদের সহযোগিতা, আনুগত্য ও ত্যাগের মনোভাব এবং দলীয় উৎপাদনশীলতা পূর্বের চারটি পর্যায়ের সফল পরিসমাপ্তির উপর নির্ভর করে।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বানুযায়ী ছোট দলের দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং দলীয় উৎপাদনশীলতা উপরোক্ত পাঁচটি পর্যায়ের সফল সমাপ্তির উপর নির্ভর করে।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া

Group Management Process

সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। যাতে দলীয় প্রক্রিয়াকে উদদ্দেশ্যমূলকভাবে দলীয় লক্ষ্যার্জনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। পেশাদার সমাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সমস্যা নিয়ন্ত্রণ এবং দলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কতগুলো প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। এগুলো হলো-

দল গঠন (Group composition);

দলীয় অনুধ্যান (Group assessment);

লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal setting);

কর্মসূচি প্রণয়ন (Programming);

মূল্যায়ন (Evaluation) ।

পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠনে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া হিসেবে দল সমাজকর্মের উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা যায়।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

দল গঠন (Group composition): দল গঠনের সময় দলের পরিধি এবং সদস্যদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। দল গঠনের সময় সদস্যদের মধ্যে অভিন্ন সাধারণ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে, অভিন্ন স্বার্থে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো দল গঠন। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে দল গঠনের সময় অভিন্ন সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে সদস্য নির্বাচন করা হয়। নির্দিষ্ট আয়, ভূমি মালিকানা, বয়স, শিক্ষা, বৈবাহিক অবস্থা, দল গঠনের উদ্দেশ্য, দলীয় মনোভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে সদস্য নির্বাচন করা হয়। যাতে দলীয় লক্ষ্যার্জনে দলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

দলীয় অনুধ্যান (Group assessment) : দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতায় দল কীভাবে লক্ষ্যার্জনে সক্ষম হচ্ছে সে বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। দলীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, দলীয় লক্ষ্যার্জনে সদস্যদের ভূমিকা, দলীয় সংহতি, দলীয় লক্ষ্যের স্পস্টতা (Goal clarity) সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা, দলীয় যোগাযোগ কাঠামো, দলীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ, দলীয় দ্বন্দ্ব ও তার সংশোধন প্রভৃতি বিষয়গুলো অনুধ্যান দলীয় ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলের কার্যকারিতা ও দক্ষতা এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal setting): দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ ও সেগুলোর বিন্যাস এবং সেগুলো অর্জনে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন দলীয় ব্যবস্থাপনার (Gorup management) বিশেষ প্রক্রিয়া। দল সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার বিশেষ দিক হলো দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ। দলীয় সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সাধারণ কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। দলের উন্নতি ও কার্যকারিতা যাচাইয়ের মানদণ্ড হলো দলীয় লক্ষ্য। যেমন গ্রামীণ ব্যাংকের দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণের সময় ব্যাংকের এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় লক্ষ্যার্জনে সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এজেন্সি অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাংক এবং সদস্যদের অভিন্ন প্রত্যাশা দলীয় লক্ষ্যের মধ্যে প্রকাশ পায়।

কর্মসূচি প্রণয়ন (Programming) : গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো কর্মসূচি প্রণয়ন। দলীয় কর্মসূচি হলো দলীয় লক্ষ্যার্জনে কী করা হবে সে সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও নির্দেশনা। দলীয় সদস্যদের সৃজনশীল সম্ভাবনা এবং দলীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রধান উপাদান হলো কর্মসূচি। দলীয় উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে দলীয় কর্মসূচি ব্যবহৃত হয়। সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল কর্মসূচি রচনা দলীয় ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। নির্ধারিত দলীয় লক্ষ্যার্জন কর্মসূচির উপর নির্ভরশীল। দলীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি দলীয় উৎপাদানশীলতার অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

মূল্যায়ন (Evaluation): দলীয় ব্যবস্থাপনার বিশেষ প্রক্রিয়া হলো মূল্যায়ন। দলীয় কার্যাবলি এবং অর্জিত সাফল্য মূল্যায়ন দলের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। সদস্যদের ব্যক্তিগত ও যৌথ সফলতা এবং ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মূল্যায়ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দল গঠন থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত মূল্যায়ন অব্যাহত থাকে। দলীয় লক্ষ্যার্জনে দল ব্যর্থ হলে, ব্যর্থতার কারণ মূল্যায়ন করে বিকল্প উপায় অবলম্বনে সদস্যদের সাহায্য করা হয়।

উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এসব প্রক্রিয়াগুলো সাহায্য করে।

মাঠকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম কৌশল

Social Work Technique in Field Work Practice

মাঠকর্ম (Field work) সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিক। মাঠকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশল যেমন ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সমাজকর্ম, সমাজকর্ম গবেষণা ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। যে এজেন্সিতে শিক্ষার্থীদের মাঠকর্মের জন্য প্রেরণ করা হয়, সে এজেন্সির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলোর বাস্তব অনুশীলনের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা মাঠকর্মের প্রধান লক্ষ্য। মাঠকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social case work), দল সমাজকর্ম (Social group work) ও সমষ্টি সমাজকর্ম (Community social work) এবং সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা ও সমাজকর্ম প্রশাসন অনুশীলন করা হয়। এসব পদ্ধতিগুলো অনুশীলনের বিভিন্ন কৌশল মাঠকর্মে প্রয়োগ করা হয়। মাঠকর্মে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত কৌশলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সাক্ষাৎকার (Interview); পর্যবেক্ষণ, গৃহপরির্শন, যোগাযোগ, পরামর্শ, কেস রেকর্ড প্রভৃতি। মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, প্রবেশন, কিশোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে এসব কৌশল প্রয়োগ করা হয়। মাঠকর্ম অনুশীলনে কেস স্টাডি (Case study) কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান অনুশীলনে সচেষ্ট হয়।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট

যেসব সামাজিক এজেন্সি দলভিত্তিক কর্মসূচি ও সেবা প্রদানে নিয়োজিত, সেসব এজেন্সিতে মাঠকর্ম অনুশীলনে দল সমাজকর্ম (Social group work) পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্মরত। এসব প্রতিষ্ঠানের আওতায় মাঠকর্ম অনুশীলনে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল যেমন দল গঠন (Group composition), দলীয় অনুধ্যান (Group assessment), কর্মসূচি প্রণয়ন (Programming) প্রভৃতি সমস্যা সমাধান কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

সমষ্টি পর্যায়ে (Community setting) মাঠকর্ম অনুশীলনে সমষ্টি জরিপের (Community survey) মাধ্যমে সমষ্টির সমস্যা, সম্পদ, সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে সমষ্টি জরিপ পরিচালনা করা হয়।

মূলত মাঠকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি বা কৌশল প্রয়োগ করা হবে, তা সামাজিক এজেন্সি বা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও ধরনের উপর নির্ভর করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০৭ মাঠকর্ম প্রতিবেদন

টপিক ০৭: মাঠকর্ম প্রতিবেদন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মাঠকর্ম প্রতিবেদন

পেশাদার সমাজকর্মে মাঠকর্ম হলো ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। এতে একাডেমিক ও পেশাগত তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব সমস্যা অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনে সাহায্য করা হয়। মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হয়।

মাঠকর্ম প্রতিবেদনের ধারণা
Concept of Field Work Report

মাঠকর্ম প্রতিবেদন হলো শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদনের (Performance) লিখিত দলিল। মাঠকর্ম একাডেমিক এবং এজেন্সি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন সমাজসেবা এজেন্সিতে নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে এসাইনম্যান্ট অথবা অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এজেন্সিতে শিক্ষার্থী যেসব কর্ম সম্পাদন করেছে প্রধানত সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন রিপোর্ট (Evaluation Report) হিসেবে পরিচিত।

মাঠকর্ম প্রতিবেদন

মাঠকর্মের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে যেসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়, সেগুলো হলো-

মাঠকর্ম চূড়ান্ত প্রতিবেদন রেফারেন্স, কর্মসূচি ও সেবাসমূহের অনুসরণ (Follow up), এজেন্সির প্রচলিত কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যত কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় সেবার নকশা (Chalking) তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

এজেন্সির প্রশাসনিক এবং এজেন্সির অর্থদাতা কর্তৃপক্ষকে মাঠকর্ম চূড়ান্ত প্রতিবেদন এজেন্সির কর্মপরিবেশ এবং প্রশাসনিক শূন্যতা চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে।

মাঠকর্ম চূড়ান্ত প্রতিবেদন শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের গুরুত্ব রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে মাঠকর্ম প্রতিবেদন আলোচনার মাধ্যম মাঠকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মাঠকর্মের গুরুত্ব বিবেচনা করে, প্রয়োজনীয় সম্পাদনার মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা যায়। প্রতিবেদন বিভিন্ন এজেন্সির বিচিত্র ধরনের সেবা কার্যাবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বাস্তব ধারণা প্রদান করে।

একাডেমিক এবং এজেন্সি তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষার্থীর সামগ্রিক কার্যাবলি মূল্যায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে চূড়ান্ত প্রতিবেদন ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থাপিত মাঠকর্ম প্রতিবেদন মাঠকর্মের চূড়ান্ত মূল্যায়নে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

মাঠকর্ম প্রতিবেদন

চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির নির্দেশনা

Guide Line for Writing Final Report

মাঠকর্মের চূড়ান্ত প্রতিবেদন লেখার কতগুলো সাধারণ নির্দেশনা (General guide line) এখানে উল্লেখ করা হলো-

১. প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠা থাকবে-

এজেন্সির নাম;

শিক্ষার্থীর নাম;

এজেন্সি এবং একাডেমিক তত্ত্বধায়কের নাম;

মাঠকর্মের সময়কাল।

২. প্রতিবেদনের ভেতরের অংশে থাকবে-

এজেন্সির ঐতিহাসিক পটভূমি;

এজেন্সির কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত এলাকার নাম;

কখন, কীভাবে এজেন্সির কার্যক্রম শুরু হয়;

এজেন্সির ধরন অর্থাৎ সরকারি না বেসরকারি, সেবা প্রদানের ক্ষেত্র (Field of service), ব্যক্তি সমাজকর্ম না দল সমাজকর্ম ইত্যাদি।

মাঠকর্ম প্রতিবেদন

৩. যদি মাঠকর্ম সমষ্টিতে সম্পাদিত (Community setting) হয় তাহলে-

সমষ্টির বর্ণনা অর্থাৎ সমষ্টির জনসংখ্যার গঠন কাঠামো, শ্রেণী বিন্যাস, ধর্ম, নারীপুরুষের অনুপাত, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির বর্ণনা;

সমষ্টির সমস্যা, চাহিদা ও প্রয়োজন; যেগুলোর জন্য সেবা প্রদান প্রয়োজন, সেগুলো প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;

৪. মাঠকর্ম যদি ব্যক্তি সমাজকর্ম এজেন্সিতে (Case Work Setting) হয়, তাহলে নিচের বিশেষ দিকগুলো প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে-

যে কেস বা সমস্যা মাঠকর্মে শিক্ষার্থীর অধীনে ছিল তার প্রকৃতি (Nature of the case handled);

সেবাগ্রহীতার বর্ণনা অর্থাৎ তাদের সমস্যা, মনোঃসামাজিক প্রতিবন্ধিতার প্রকৃতি ইত্যাদি;

নির্দিষ্ট দুই-তিনটি কেস এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

মাঠকর্ম প্রতিবেদন

৩. যদি মাঠকর্ম সমষ্টিতে সম্পাদিত (Community setting) হয় তাহলে-

সমষ্টির বর্ণনা অর্থাৎ সমষ্টির জনসংখ্যার গঠন কাঠামো, শ্রেণী বিন্যাস, ধর্ম, নারীপুরুষের অনুপাত, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির বর্ণনা;

সমষ্টির সমস্যা, চাহিদা ও প্রয়োজন; যেগুলোর জন্য সেবা প্রদান প্রয়োজন, সেগুলো প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;

৪. মাঠকর্ম যদি ব্যক্তি সমাজকর্ম এজেন্সিতে (Case Work Setting) হয়, তাহলে নিচের বিশেষ দিকগুলো প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে-

যে কেস বা সমস্যা মাঠকর্মে শিক্ষার্থীর অধীনে ছিল তার প্রকৃতি (Nature of the case handled);

সেবাগ্রহীতার বর্ণনা অর্থাৎ তাদের সমস্যা, মনোঃসামাজিক প্রতিবন্ধিতার প্রকৃতি ইত্যাদি;

নির্দিষ্ট দুই-তিনটি কেস এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

মাঠকর্ম প্রতিবেদন

৫. শিক্ষার্থীর এসাইনম্যান্ট-এর প্রকৃতি (Nature of the students assignment)

এসাইনম্যান্টের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর দায়িত্ব ও ভূমিকার বিবরণ;

৬. এজেন্সির কর্মসূচি ও সেবাসমূহের মূল্যায়ণ

৭. সুপারিশ এবং উপসংহার।

সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে উপরোক্ত সাধারণ নির্দেশনাগুলো শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করা প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০৮ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। মাঠকর্মের মাধ্যমে কী অর্জিত হয়?

ক. জ্ঞান খ. অভিজ্ঞতা গ. দক্ষতা ঘ. যোগ্যতা

২। শ্রেণিকক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কী অর্জিত হয়?

ক. দক্ষতা খ. অভিজ্ঞতা গ. জ্ঞান ঘ. নৈপুণ্য

৩। কোনটি মাঠকর্মের উপাদান নয়?

ক. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খ. তত্ত্বাবধায়ক গ. এজেন্সি ঘ. অনুশীলনবিদ

৪। মাঠকর্ম হলো-

ক. তত্ত্ব এবং অনুশীলনের সংযোগ

খ. জ্ঞান ও দক্ষতার সংযোগ

গ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষার সংযোগ

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও এজেন্সির সংযোগ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫। রওশন সমাজকর্ম শেষবর্ষের শিক্ষার্থী। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী তাকে মাঠকর্মের জন্য সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানায় পাঠানো হলো। এখানে তথ্য সংগ্রহ এবং পরিদর্শন করে রওশনের কী লাভ হবে?

ক. অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব অনুশীলন দক্ষতার মধ্যে সমন্বয় সাধন

খ. প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলনের সুযোগ লাভ

গ. এজেন্সির গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হওয়া

ঘ. কর্ম সম্পাদনের ধারাবাহিক কতগুলো কার্যক্রম সম্পন্ন করা

৬। মাঠকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো-

i. এজেন্সি তত্ত্বাবধায়ক

ii. একাডেমিক তত্ত্বাবধায়ক

iii. সামাজিক এজেন্সি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii　　খ. ii এবং iii　　গ. Iii　　ঘ. i, ii এবং iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিশ্বের সব দেশের মতো বাংলাদেশেও আইন ও চিকিৎসা শিক্ষায় চারবছর শ্রেণীকক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। আইনের শিক্ষার্থীদের সিনিয়র এডভোকেটদের অধীনে জুনিয়র হিসেবে কাজ করতে হয়। অন্যদিকে চিকিৎসকদের শিক্ষানবীস হিসেবে সিনিয়র ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞান বাস্তবে অনুশীলন করতে হয়। এর মাধ্যমে তারা দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়।

৭। সমাজকর্মের সঙ্গে আইন ও চিকিৎসা শিক্ষার সাদৃশ্য হলো-

ক. সবগুলোর জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন

খ. সবগুলোই পেশা

গ. সবগুলোই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত

ঘ. সবগুলোর জন্যই রেজিস্ট্রেশন করতে হয়

৮। উদ্দীপকে বর্ণিত আইন শাস্ত্র ও চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞান বাস্তবে অনুশীলনের ন্যায় সমাজকর্ম শিক্ষায় কোন মাধ্যমে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে অনুশীলন করা হয়?

ক. গবেষণার মাধ্যমে

খ. মাঠকর্মের মাধ্যমে

গ. উচ্চতর ডিগ্রী লাভের মাধ্যমে

ঘ. কেস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

টপিক – ০৯ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

হারুন সাহেব এবং তার স্ত্রী উভয়ে সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত। হারুন সাহেব কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সেচ বিভাগের প্রকৌশলী এবং তাঁর স্ত্রী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। চাঁদপুর জেলা শহরে বসবাস করেন। একদিন তারা লক্ষ করলেন, চাঁদপুর সরকারি কলেজের পাঁচজন ছাত্রছাত্রীর একটি দল তাদের মহল্লায় প্রতিবন্ধীদের তথ্য সংগ্রহ করছে। হারুন সাহেব ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনা করে জানতে পারেন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করছে। বিষয়টি হারুন সাহেব ভালোভাবে বোঝার জন্য তাঁর বন্ধু চাঁদপুর কলেজের অধ্যাপক আলাউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ক. মাঠকর্ম কাকে বলে?

খ. সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্মের উদ্দেশ্য কী?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চাঁদপুর সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কার্যক্রমকে কী বলা যাবে? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

ঘ. চাঁদপুর সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহের আলোকে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

THANK YOU